5-12-57
পথে হ'ল দেরী
অগ্রদূত-চিত্রের
গেভাকলার অবদান
1957

চরিত্র-চিত্রণে

শ্রেষ্ঠাংশে

সুচিত্রা সেন
উত্তমকুমার

ছবি বিশ্বাস
জহর গাঙ্গুলী
পাহাড়ী সান্যাল
অনুপকুমার
শ্যাম লাহা
মিহির ভট্টাচার্য
শিশির বটব্যাল
গোপাল মজুমদার
অনিল ভট্টাচার্য
বুলবুল

চন্দ্রাবতী · ভারতী
শোভা সেন
চিত্রিতা মণ্ডল

নবাগতা কমলা মুখার্জি

*** কাহিনী *****

সীমাহীন নীল সমুদ্রের তীরে ছোট্ট একটি বাংলো। সেই বাংলোয় অসহায় এক রোগিনীর উন্মত্ত চিৎকার যেন মাঝে মাঝে সমুদ্রের উচ্ছ্বাসকেও ছাপিয়ে ওঠে।

আশ্চর্য এই রোগিনী!

চিকিৎসায় বাধা দেওয়া, পাগলের মত থেকে থেকে আর্তনাদ করা, আর একান্তভাবে নিজের মৃত্যুকামনা করা—এই বোধ হয় তার রোগ। তবু ডাক্তার অসীম ধৈর্যে, শান্ত সমাহিত ভাবে করে চলে তার চিকিৎসা। কোন কিছুই তাকে যেন বিচলিত করতে পারে না।

ডাক্তার ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতির উন্মুক্ততার মাঝে—একটানা চোখ মেলে চেয়ে থাকে সুদূর দিগন্তের দিকে। মনে পড়ে তার—পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা……

দার্জিলিং-এর ছোট্ট একটি নার্সিং হোম-এ অল্প মাইনের চাকরি নিয়ে চ'লে আসতে হয় ডাক্তার জয়ন্ত মুখার্জীকে। দারিদ্র্যের নির্মম পেষণে, বিজ্ঞান-তপস্বী এই তরুণ ডাক্তারের জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বলি দিতে হয়েছিল ভবিতব্যের যূপকাষ্ঠে।

নার্সিং হোম-এ এসে কাজের মধ্যে ডুবে যায় ডাক্তার। দৈনন্দিন কাজের আড়ালে একদা ভেসে আসে—পাশের আকাশচুম্বী বিরাট সৌধ—ব্যানার্জী ম্যানসন্-এর ভেতর থেকে কোন এক মধুকণ্ঠীর মধু-কণ্ঠের অপরূপ ঝঙ্কার। ডাক্তারের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির ওপর চোখ মেলে, নার্সিং হোমের হেড্-নার্স জানিয়ে দেয়—গায়িকা পাশের বাড়ীর বিখ্যাত ধনকুবের শ্রীপতি ব্যানার্জীর একমাত্র নাতনী—মল্লিকা।

ডাক্তারের দেখবার সুযোগ হয় মল্লিকাকে। প্রস্ফুটিতা প্রভাতী মল্লিকার মতই বিকশিতা—মল্লিকার রূপে মুগ্ধ হয়

ডাক্তার। অতর্কিতে একদিন ডাক্তারের ডাক পড়ে ঐ পাশের ম্যানসন্-এ। মল্লিকার ছোট ভাই রুনুর এক আকস্মিক দুর্ঘটনার সূত্রে ডাক্তারকে সারারাত থাকতে হয় তার পরিচর্যায়।

কথাপ্রসঙ্গে নিজের অজ্ঞাতসারেই জয়ন্ত ডাক্তারের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে তার বড়ো হবার কথা। তরুণের জীবন-স্বপ্ন সার্থক হবার পথে যে বিরাট বাধা, তারও ইংগিত পায় মল্লিকা। নার্সিংহোমের অন্যতম চিকিৎসক ডাক্তার চ্যাটার্জী পরদিন জানতে পারেন সমস্ত ঘটনাটি। তাঁকে খবর না দেওয়ার জন্যে তিরস্কার করেন জয়ন্তকে। বড়লোক মক্কেলদের তিনি সর্ব উপায়ে খুসী রাখতে কোন দিন ত্রুটি করেন না।

মল্লিকাকে ভয় দেখিয়ে রুনুর ভাঙা হাত সেট করা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে ডাক্তার চ্যাটার্জী রুনুকে নিয়ে চলে যান কল্কাতায়—সেখানকার বিখ্যাত বোন-স্পেশালিষ্ট কর্ণেল চৌধুরীর চেম্বারে। কিন্তু কর্ণেল চৌধুরী তাঁর প্রিয় ছাত্র জয়ন্তর কাজের প্রশংসা করে অকপটে প্রকাশ করেন—তিনি নিজেও বোধ করি এত নিখুঁতভাবে ভাঙা হাত সেট্ করতে পারতেন না। রুনু টেলিফোন করে দিদিকে। উচ্ছ্বাসের মুখে বেরিয়ে পড়ে সরল সত্য! নিশ্চিন্ত হয় মল্লিকা, কিন্তু বুঝতে পারে কতবড়ো অন্যায় ও অবিচার সে করেছে জয়ন্তর উপর। মল্লিকা জয়ন্তর কাছে ক্ষমা চেয়ে মোটা পারিশ্রমিক দেবার প্রস্তাব করে। অভিমান-আহত তরুণ ডাক্তার অতি সহজ ভাবেই তা প্রত্যাখ্যান করে!

অপমানিত হয়ে মল্লিকা ফিরে আসে ম্যানসনে। অসুস্থতার অজুহাতে জয়ন্তকে আবার ডেকে পাঠায় শয়নকক্ষের অভ্যন্তরে—যেখানে মল্লিকার প্রতি জয়ন্ত তার গোপন দুর্বলতার পরিচয় জানিয়ে ফেলে। সাধারণ মানুষ জয়ন্ত ডাক্তার এই

অসাধারণ ধনীর দুলালীর জীবনে তো নিজেকে জড়াতে চায়নি কোন দিন। কিন্তু প্রিয়ার চোখের জল প্রেমিকের হৃদয়কে কি স্থির থাকতে দেয়? ভুলে যায় দুজনেই তাদের অবস্থা-বৈষম্যের কথা।

কথা হয় দুজনে—জয়ন্ত যাবে বিলেতে এফ্-আর-সি-এস্ হয়ে ফিরে আসতে। তারপর মল্লিকাকে নিয়ে গোড়ে তুলবে সেই জীবন, যে জীবন মল্লিকার দাদু শ্রীপতি ব্যানার্জীর কাঞ্চন-কৌলিন্যের দাম্ভিকতায় ও তামসিক আস্ফালনে মলিন হবে না। গোধূলির গৈরিক রাঙা গিরিরাজ হিমাদ্রীর মৌন আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শপথ করে দুজনে দুজনকে স্বামী-স্ত্রী ব'লে। প্রতিশ্রুত হয়—যতদিন না জয়ন্ত সাগর পারের আকাঙ্খিত চাপরাশ নিয়ে ফিরে আসে—তত দিন, এ কথা গোপন থাকবে।

এ দিকে মল্লিকার দাদু শ্রীপতি ব্যানার্জী তাঁর বন্ধু-পুত্র প্রমথেশের সংগে মল্লিকার বিয়ের সব পাকাপাকি করে ফেলেন। প্রমথেশ বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে ফিরে এলেই শুভ কার্য সম্পন্ন হবে।

আর মল্লিকা? সে যে আশায় পথ চেয়ে বসে থাকে—কবে ফিরে আসবে জয়ন্ত!

ওদিকে জয়ন্ত প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং এর জন্য লণ্ডন থেকে দেশে ফিরবার পথে আসে ভিয়েনায়। সেখানে দেখা হয় প্রমথেশের সঙ্গে আর পরিচয়টা অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয় তার বান্ধবী আরতির সংগে।

জয়ন্ত তার সাফল্যের সংবাদ আর তার দেশে ফেরবার কথা টেলিগ্রাম ক'রে জানায় মল্লিকাকে। কিন্তু দাদু শ্রীপতির ষড়যন্ত্রে জয়ন্ত পায় দারুণ আঘাত। সে জানতে পারে মল্লিকা স্বইচ্ছায় বিয়ে করতে প্রস্তুত হ'য়েছে প্রমথেশকে। প্রমথেশও সে কথা সমর্থন করে—আর তার জন্যেই দেশে ফিরে যায় প্রমথেশ। আশাভঙ্গের অন্তহীন

বেদনা নিয়ে দেশে ফেরে জয়ন্ত। সঙ্গে আসে আরতি। কল্‌কাতায় ফিরে মল্লিকার সংগে দেখা করতে গিয়ে শ্রীপতির কাছে দারুণ অপমানিত হয় জয়ন্ত। জয়ন্তর জীবন থেকে হারিয়ে যায় তার অত্যন্ত সাধের প্রভাতী মল্লিকা।

কর্ণেল চৌধুরীর স্ত্রী মিসেস চৌধুরীর বাৎসল্যে আর আরতির অকৃত্রিম সহানুভূতির প্রাবল্যে ভাঙ্গা মন জোড়া লাগাতে চায় জয়ন্ত। বোটানিক্যাল গার্ডেনে এক পিকনিকের সমারোহের মাঝে জয়ন্তকে বলে আরতি—"আমি তোমার জীবনে সেই ভালবাসার বিশ্বাস এনে দেবো জয়ন্ত!"

জয়ন্ত একটু হেসে বলে, "তাহলে একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করবো।"

আদরিণী বোন আরতির ভবিষ্যৎ স্বামী-সৌভাগ্যে সুখী হয় আভা দেবী। বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফেরবার পথে জয়ন্তকে একটা ছোট্ট অনুরোধ জানায় আভা। আভার মেয়ে বেবীর গানের শিক্ষয়িত্রী আজ কয়েক মাস যাবৎ কঠিন রোগে ভুগ্‌ছে।

একটা অতি সাধারণ ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে ওরা উপরে আসে। ছোট্ট ঘরটাতে ঢুকেই জয়ন্তর মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসে—"মলি!"…

শীর্ণ, ক্লান্ত, নিঃসাড় মল্লিকা—রাজার দুলালী একি অভিশাপ বহন করছে! প্রমথেশের সঙ্গে মিলন অসম্ভব জেনে—বিয়ের রাত্রে বাড়ী ছেড়ে চলে আসে মল্লিকা—জয়ন্তর কাছে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের আশঙ্কায়।

তারপর? অর্দ্ধোন্মাদ মল্লিকাকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে জয়ন্ত। অবিরাম আর সাধনায় মগ্ন ধ্যানব্রতীর মতই চলে সে প্রচেষ্টা।

পারে কী জয়ন্ত তার সাধনায় সফল হতে?

………

গান

১

পলাশ আর কৃষ্ণচূড়ায় আগুন জ্বেলে—
ফাগুন বেলা
রঙে রঙে রাঙিয়ে তুলি ;
আমি কস্তুরী সে মৃগের মত
নিজের গন্ধে নিজেই ভুলি ॥
কভু আমি মনের ভুলে—
থাকি না গো একই কূলে ;
জানিনা কোন সে ঝুলে—
অকারণে পাপড়ী খুলি ;
রঙে রঙে রাঙিয়ে তুলি ॥
যে আমায় আপন ভেবে স্বপ্নে হৃদয় রঙীন করে ;
প্রজাপতির মতই সে যে পুড়ে মরে !
মায়াবিনী এই যে নেশা—
আলেয়ার আলোয় মেশা ;
জানিনা কোন আবেশে ময়ূরের মতই দুলি,
রঙে রাঙ রাঙিয়ে তুলি ॥

তুমি না হয় রহিতে কাছে—
কিছুক্ষণ আরো না হয় রহিতে কাছে!
আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে,
এই মধুক্ষণ মধুময় হ'য়ে—
না হয় উঠিতে ভ'রে॥
সুরে সুরভিতে না হয় ভরিতে বেলা;
মোর এলোচুল লয়ে বাতাস করিতে খেলা,
ব্যাকুল কত না বকুলের কুঁড়ি
রয়ে রয়ে যেতো ঝরে,
ওগো, তুমি না হয় রহিতে কাছে॥
কিছু নিয়ে-দিয়ে ওগো মোর মনোময়,
সুন্দরতর হতো না কী বল—
একটু ছোঁয়ার পরিচয়॥
ভাবের লীলায় না হয় ভরাতি আঁখি,
আমারে না হয় আরো কাছে নিতে ডাকি—
না হয় শোনাতে মরমের কথা
মোর দুটি হাত ধরে!
ওগো, তুমি না হয় রহিতে কাছে॥

২

* * * * * * * * * * *

৩

এ শুধু গানের দিন—এ লগন গান শোনাবার
এ তিথি শুধু গো যেন দখিন হাওয়ার।
এ লগনে দু'টি পাখি, মুখোমুখি নীড়ে জেগে রয়,
কানে কানে রূপকথা কয়॥
এ তিথি শপথ আনে হৃদয় চাওয়ার,
এ শুধু গানের দিন—
এ লগন গান শোনাবার॥
এ লগনে তুমি—আমি—
একই সুরে মিশে যেতে চাই—
প্রাণে প্রাণে সুর খুঁজে পাই;
এ তিথি শুধু গো যেন
তোমায় পাওয়ার—
এ শুধু গানের দিন,
এ লগন গান শোনাবার॥

৪

এই আঁধার-ঝরা লগনে আজ
কে ডাকে আমায়,
আমার পথে, আশার প্রদীপ
কে যে জ্বেলে যায়—
আকাশের তারায় তারায়॥

আমার পায়ে লাগবে ধূলো,
তাই ভেবে কি বকুল গুলো—
পথের ধারে এমন করে
লুটিয়ে আছে হায়॥

অভিসারের এ পথ আমায়
সেথায় নিয়ে যাবে;
অনেক খোঁজার শেষে হৃদয়
ঠিকানা তার পাবে।

এই পথেরই অন্ধকারে—
হার না মানার অহংকারে—
জীবন আমার তাই যে শুধু হারিয়ে যেতে চায়॥

* * * * * * * * * *

কাকলী-কুজন আর ভ্রমরের মধু গুঞ্জনে
একি সাড়া পাই গো, একি সাড়া পাই!
যে ফাগুন এলো আজ জীবনে আমার—
তুলনা তো নাই তার, তুলনা তো নাই॥
মধুর লীলায় মাধবী মুকুল কেন—
সুরভি বিলায় গো, মধুর লীলায়!

৫

আপনারে বারে বারে তাই ভুলে যাই গো—
তাই ভুলে যাই!
মনে মনে তাই আজ শুনি—
নিখিলে নিখিলে তাই বাজে ফাল্গুনি!
শুনি বাজে ফাল্গুনি!
অলস বেলায় সুরের পরশ লাগে,
মনেরই খেলায় গো, অলস বেলায়॥

প্রতিভা বসু-র কাহিনী অবলম্বনে—বাঙলার সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ

গে-ভা-ক-লা-র চিত্র

পথে হ'ল দেরী

॥ প্রযোজনা-চিত্রনাট্য-পরিচালনা ॥

অগ্রদূত

সংলাপ ॥নিতাই ভট্টাচার্য॥

গীত-রচনা ॥গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার॥

॥সঙ্গীত পরিচালনা :: রবীন চট্টোপাধ্যায়॥

॥চলচ্চিত্রায়ণে :: বিভূতি লাহা॥ ॥শব্দানুলেখনে :: যতীন দত্ত॥

॥সহযোগিতায় :: বিজয় ঘোষ॥ ॥চিত্র-সম্পাদনায় :: বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী॥

॥শিল্প নির্দেশে :: সত্যেন রায়-চৌধুরী॥

॥প্রচ্ছদপট-শিল্পে :: মণীন্দ্রনাথ দাস॥

॥ব্যবস্থাপনায় :: নিতাই সিংহ॥

॥রূপ-সজ্জায় :: বসীর আমেদ॥

॥প্রচার পরিচালনায় :: সুধীরেন্দ্র সান্যাল॥ স্থিরচিত্র গ্রহণে :: এডনা লরেঞ্জ লিঃ॥

॥প্রচার-সজ্জা-পরিবেশনে :: কলাবিদ॥ শিল্পী সিদ্ধেশ্বর মিত্র॥ ব্রাইট স্টাট॥

সহযোগিতায়

॥ পরিচালনায় :: সলিল দত্ত ॥ পঞ্চানন চন্দ্র ॥চলচ্চিত্রায়ণে :: দিলীপ মুখার্জী॥

॥বৈদ্যনাথ বসাক॥ ॥শব্দানুলেখনে :: শৈলেন পাল॥ ধীরেন্দ্র কুন্ডু॥

॥ দৃশ্যসজ্জায় :: জগবন্ধু সাউ॥ সুকুমার দে ॥

॥সংগীতে :: উমাপদ শীল ॥ রূপ সজ্জায় :: বটু গাঙ্গুলী॥ রমেশ দে॥

॥আলোক-নিয়ন্ত্রণে :: সুধাংশু ঘোষ॥ নারায়ণ চক্রবর্তী॥ শম্ভু ঘোষ॥ অমূল্য দাস॥

• যন্ত্র-সংগীতে :: ক্যালকাটা অর্কেস্ট্রা •

॥গেভাকলার-এ চিত্র-গৃহীত ও ন্যাশনাল সাউন্ড স্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দধারক যন্ত্রে বাণীবদ্ধ॥

॥ ফিল্ম-সেন্টার (বম্বে) ল্যাবরেটারীজ-এ পরিস্ফুটিত ॥

কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিতে :: ॥এম. পি. প্রোডাকসন্স ॥ দি ঘোষ নার্সারী ॥
॥ হসপিটাল এ্যাপলায়েন্সেস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী সাহা ব্রাদার্স॥
॥ ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল এম্পোরিয়াম॥ শ্রীনরেন্দ্র সিং সিঙ্ঘী॥

পরিবেশনা :
ডিলুক্স ফিল্ম
ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ

পারশমল
দীপচাঁদ
রিলিজ

॥ডিলুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পক্ষে ৮৭ ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত॥

Engraved and Printed by The Imperial Art Cottage, Calcutta-6.